গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ শেওড়াতলা মাঠ থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১৯২০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে এনএসআই পরিচয়ে মাদক উদ্ধারে গিয়ে যুবক আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর গ্রামে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সদস্য পরিচয়ে মাদক উদ্ধারে গিয়ে মামুন (৩৫) নামে এক যুবক স্থানীয়দের হাতে আটক হয়েছেন। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, তার কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, ওয়াকিটকি, ভুয়া পরিচয়পত্র ও ক্যাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায়

এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রায়পুর গ্রামের হাইলদ্দি শেখের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান। আটক মামুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের কলিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে রায়পুর গ্রামে সন্দেহজনকভাবে মামুনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। একপর্যায়ে তিনি মাদক উদ্ধারের কথা বলে হাইলদ্দি শেখের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেন। তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় প্রথমে তিনি নিজেকে পুলিশ সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। পরে কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়লে নিজেকে চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত এনএসআই সদস্য বলে দাবি করেন।

তার পরিচয় যাচাই করতে স্থানীয়রা চুয়াডাঙ্গা এনএসআই কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে মামুন নামে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য কর্মরত নেই বলে জানানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর স্থানীয়রা মেহেরপুর সদর থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মামুনকে হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়দের দাবি, মামুনের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, ওয়াকিটকি, পরিচয়পত্র ও ক্যাপ পাওয়া গেছে। এসব সামগ্রী তার কাছে কীভাবে এসেছে এবং সরকারি সংস্থার ভুয়া পরিচয় দিয়ে তল্লাশি চালানোর পেছনে তার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা তদন্ত করে দেখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, বিষয়টি প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে। আটক ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় এবং তার কাছে পাওয়া সামগ্রীর উৎস সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। অনুসন্ধান শেষে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

দর্শনায় মাদক উদ্ধারসহ মধ্য বয়সী দুই নারী আটক

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযানে মাদক উদ্ধার সহ মধ্য বয়সী দুই নারীকে আটক করেছে।

আটককৃতদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের অফিসার ও সদস্যরা মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দর্শনা মোবারকপাড়ায়।

এ অভিযানে মৃত: আব্দুল কুদ্দুসের স্ত্রী হামিদা খাতুন ডলির (৫০) নিজ বসতঘরে তল্লাসী চালিয়ে ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ মাদক ব্যাবসায়ী হামিদা খাতুন ডলিকে আটক করেন। আটককৃত মাদক ব্যাবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। একই অভিযানিকদল দুপুর ১২ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা শান্তিপাড়ায়। এ অভিযানে শান্তিপাড়ার ইদ্রিস আলীর বসতঘরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজা সহ গৃহকর্তার স্ত্রী কোহিনূর বেগমকে (৫৫) আটক করেন।

আটককৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৯ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন বিজ্ঞ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নজরুল ইসলাম।

মেহেরপুরে পাঁচ মাসে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ৫১ মামলা, আটক ৯০

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বেপরোয়া উঠেছে মাদক কারবারীরা। ভারত সীমান্ত পেরিয়ে বানের পানির মত বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য আসছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। বিশেষ করে গাংনী উপজেলার খাঁসমহল, রংমহল, সহড়াতলা, কাজিপুর, তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তগুলো মাদক পাচারের নিরাপদ ঘাটিতে পরিণত হয়েছে।

বিজিবি ও বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাদক কারবারীরা গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, মদসহ নানা ধরণের মাদক আনছেন।
তবে, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের কঠোর অভিযানের ফলে জেলাসহ গাংনী উপজেলার অধিকাংশ মাদকের স্পট বন্ধ হয়ে যাওয়ার সুযোগ এখন কাজে লাগাচ্ছে সীমান্তবর্তী দুই দেশের মাদক ব্যবসায়ীরা।

মাদকসেবীরা এখন মাদক সেবন করতে মোটরসাইকেল এবং সিএনজিসহ নানা প্রকার যানবাহনে ছুটছে মেহেরপুরের বিভিন্ন সীমান্তে।
এদিকে বিজিবি বলছে, প্রয়োজনীয় আলামত না থাকায় অধিকাংশ মাদক সেবনকারীদের আটক করতে পারছে না সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিজিবিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, মাদক সেবক ও কারবারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অবস্থান জিরো টলারেন্স। একটি মাদক কারবারীকেও ছাড় দেওয়া হবেনা। কারণ, মাদক সকল অপরাধের মুল কেন্দ্রবিন্দু।তিনি বলেন, সাড়ে পাঁচ মাসে গাংনী থানা পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪৬ কেজি গাঁজা, ১০৭১ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৮০০ পিচ ইয়াবা, ২০ বোতল ভারতীয় টাইগার মদ, ১৪ বোতল বিদেশী মদ ও এদেশীয় চোলায় মদ উদ্ধার করেছে।এসময় মাদকের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ৯০ জনকে আটক করা হয়েছে। মাদক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের সাড়ে পাঁচ মাসের ডিবি পুলিশের অভিযানে সাড়ে ৫ মাসে প্রায় সাড়ে ৬ কেজি গাঁজা, ৫৭৯ বোতল

ফেনসিডিল, ৪০ গ্রাম হেরোইন, ৩৬০ পিচ ইয়াবা, ৩ বোতল ভারতীয় মদসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য উদ্ধার করে।

এসব মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৪১ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া মাদক কান্ডে ৫০ জন আসামীকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে এখন আগের মতো যত্রতত্র আর মিলছে না মাদক। মাদকে সয়লাব ছিল যেসব স্পট সেখানে গিয়ে কাঙ্খিত মাদক না পেয়ে গাংনীসহ আশপাশের জেলার মাদকসেবীরা এখন মেহেরপুরের সীমান্তে এসে ভিড় জমাচ্ছে।

সীমান্ত রক্ষাবাহিনী বিজিবির দুর্বল নজরদারির সুযোগে এসব মাদক সেবনকারী মেহেরপুরসহ গাংনী উপজেলার সীমান্তে এসে মাদক সেবন করছে।

সূত্র জানায়, মাদকের সংকটের সুযোগে সীমান্তে দুই দেশের মাদক ব্যবসায়ীরা এখন রমরমা মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজিবি এবং বিএসএফের টহলের ফাঁকে ফাঁকে এসব মাদক ব্যবসায়ী দুই দেশে আনাগোনা করছে এবং মাদক বেচাকেনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সীমান্তবর্তী বাড়িঘরগুলো এসব মাদক ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দিন-দুপুরে মাদক বহনের জন্য সীমান্তের গ্রামগুলোর শিশুদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় চিহ্নিত ‘স্পট’গুলোতে সন্ধ্যার পরই পাল্টাতে থাকে চিত্র। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব এলাকায় বাড়তে থাকে মাদকের বহর। সীমান্তের ওপাড় থেকে এপাড়ে মাদক চালানের অন্যতম ‘সহায়কের ভূমিকা’ পালন করে ‘লাইনম্যানরা। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন বাহনে গাংনীর সীমান্তে এসে মাদক সেবনকারীদের মাদক সেবন এখন চোখে পড়ার মতো।

বিজিবি সূত্র জানায়, মেহেরপুর জেলাসহ আশপাশের জেলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে বিভিন্ন বয়সের তরুণ ও যুবক মাদক সেবন করতে মেহেরপুর সীমান্তে আসে মাদক সেবন করতে।
বিজিবি এবং পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক যুবককে আটক হয়। এছাড়া মাদক কারবারি এবং সেবনকারীদের আটক করতে সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে প্রতিদিনই অভিযান চালানো হচ্ছে।

গাংনীতে সিঁড়ি ঘর খুড়ে ড্রামভর্তি সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা, বিদেশী মদ ও গান পাউডার উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের পূর্বপাড়ার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সিঁড়ি ঘরের নিচে মাটি খুঁড়ে ডাম ভর্তি সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা, বিদেশী মদ ও ৫শ গ্রাম গান পাউডার সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মাদক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক হূমায়ন কবিরের ছেলে স্কুল ছাত্র হাসানুজ্জামান (১৫)কে আটক করা হয়েছে। গাঁজা ব্যবসায়ী হুমায়ন কবীর, তার স্ত্রী মালা খাতুন ও তার জামাতা মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের বশির উদ্দীনের ছেলে রাসেল আহমেদ (২৮)পলাতক রয়েছে।

আজ সোমবার (২৪ জানুয়ারী) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা দেড়টার সময় গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় হুমায়ন কবিরের বাড়িতে এ অভিযান চালান পুলিশ।

মেহেরপুরে-গাঁজা-উদ্ধার

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) হাবীবসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ পুলিশের একটি দল অভিযানে অংশ নেন। পরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের সার্কেল এসপি অপু সরোয়ার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাদকদ্রব্য জব্দ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, হুমায়ন কবিরের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের নিচে তিনটা ড্রামের মধ্যে মোট ৬ প্যাকেট গাঁজা, (সাড়ে ১২ কেজি) একটি বিদেশী অফিসার চয়েজ মদের

বোতল, গাঁজা মাপযন্ত্র একটি বিশেষ ধরণের কাঁটা, একটি হাতুড়ি ও প্রায় ৫ শ গ্রাম গান পাউডার সাদৃশ্য বস্তু পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযান চলাকালে হুমায়ন কবির, তার স্ত্রী মালা খাতুন ও জামাতা রাসেল পালিয়ে গেছে। বাড়িতে হুমায়ন কবিরের ছেলে হাসানুজ্জামান (১৫)কে আটক করা থানায় নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গাঁজা ব্যবসার মুল হোতা হুমায়ন কবির ও তার জামায় রাসেল আহমেদ। তারা অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে গেছে।

মেহেরপুরে-গাঁজা- বিদেশী মদউদ্ধার

স্থানীয়রা জানান, হুময়ান কবির আগে থেকেই বিভিন্ন মাদক দ্রব্য বিক্রি করে আসছেন। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ রেখেছিলেন। আবারও গোপনে এ ব্যবসা শুরু করেছেন।তার বিরুদ্ধে এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিলো।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গত ২২ জানুয়ারী ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের পাশে অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ খাঁসমহল পশ্চিমপাড়া এলাকার বানারুল ইসলাম (২৫), খাঁপাড়া এলাকার করিম খাঁ
(৪০) ও কাথুলি গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার ফারুক হোসেন (২৬)কে আটক করেছিলেন গাংনী থানা পুলিশ।